# MANIKCHAK COLLEGE

**ESTD-2014**

**Mathurapur, Malda**

# বাংলা বিভাগ

চতুর্থ সেমিস্টার (জেনেরাল)

Course Code – 404

Course Type – SEC-1

প্রকল্পের নাম

‘বাংলা কবিতা চর্চার ধারা: একটি সমীক্ষা’

ছাত্র/ছাত্রীর নাম

……

রোল …… নং. ……..

রেজিস্ট্রেশন নং

……

# ‘বাংলা কবিতা চর্চার ধারা: একটি সমীক্ষা’

# কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এ কাজটি করতে গিয়ে অনেক গ্রন্থের সাহায্য নিতে হয়েছে। মানিকচক কলেজের লাইব্রেরী সবসময়ই বইপত্র দিয়ে সাহায্য করেছে। সাহায্য করেছেন আমাদের অধ্যাপক ড.গৌতম সরকার, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, অধ্যাপক ড.মোহাঃ সাদেকুল ইসলাম এবং শ্রী নিমাই চন্দ্র পাল মহাশয়। তাঁরা নিরন্তর তথ্য যোগানে সাহায্য করেছেন। তাঁদেরকে নমস্কার ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

‘বাংলা কবিতা চর্চার ধারা: একটি সমীক্ষা’ বিষয়ের উপর প্রকল্পটি তৈরি করতে বেশ কিছু অনলাইন কাগজ, ওয়েবপেজের সাহায্য নিতে হয়েছে। বিশেষত উইকিপিডিয়া।

সূচি

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
কবিতা চর্চার যাত্রারম্ভ
আধুনিক যুগে কবিতা চর্চা
কবিতা চর্চার শর্তাবলি
কবিতা চর্চায় ছন্দ-ভাবনা
কবিতা চর্চা ও আবৃত্তি
গ্রন্থপঞ্জি

## কবিতা চর্চার যাত্রারম্ভ

চর্যাপদ বাংলা ভাষার আকর, তেমনি কবিতা ও গানের প্রথম সোপান এই নিদর্শনটিই রাগ-রাগিণীর উল্লেখে চর্যাপদ যেমন গান পদবাচ্য, অন্ত্যমিল-ভাব-ব্যঞ্জনার নিরিখে তেমনি কবিতাও অভিধেয়। বাংলা সাহিত্যের প্রত্যূষকালের আলো-আঁধারির মিলন-লীলায় যে অসংখ্য কবিকণ্ঠে ভোরের শান্ত আকাশ কাকলিমুখর হয়ে উঠেছিল তাঁদের চব্বিশ জনের কণ্ঠমাধুর্য আমরা চর্যা নামের গান-কবিতার মাধ্যমে উপভোগ করার সৌভাগ্য লাভ করেছি। তার পরেই কবি জয়দেব-চণ্ডীদাসের কবিতা-গানে স্নাত হয়েছি আমরা। আর এক গান-কবিতার আধার 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', নাটক ও গীতিকবিতার বেলাভূমির উপর খরস্রোতে বয়ে চলল।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'- এর যেখানে শেষ, পদাবলির সেখানে শুভারম্ভ। এ যেন বাংলা গান ও কবিতার আকস্মিক যৌবন সঞ্চার, কৈশোর হতে যৌবনের বনে দুর্গম যাত্রা। এ কাব্য যে গীতিকবিতারই মর্ম-নির্যাস। মানব অনুভূতির রহস্যঘন কবিতার সূতিকাগার। একাদিক্রমে সকল মঙ্গলকাব্য, জীবনীকাব্যের তরণি বেয়ে কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের খেয়াঘাটে বাংলা কবিতা-গান প্রাথমিক পুষ্টি নিয়ে অটুট রইল। পরবর্তীতে বরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে বাংলা কবিতা পথচলা বহাল রাখল আজ পর্যন্ত।

## আধুনিক যুগে কবিতা চর্চা

পাঁচালির ধারা কাটিয়ে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের হাতে বাংলা কবিতা আধুনিকতার কিঞ্চিৎ তকমা পেল। মাইকেল মধুসূদন দত্তের হাতে ঘটল সর্বরূপ শ্রীবৃদ্ধি। ততদিনে বিহারীলালের হাত ধরে গীতিকবিতা

বাঙালি মানসে ঠাঁই পেয়ে বসেছে। দেখাদেখি দেবেনচন্দ্র সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল থেকে মানকুমারী-কামিনী রায় গীতিকবিতার স্বাক্ষর মজবুত করে ফেলেছেন।

গীতিকবিতার কৈশোর-কিশলয় একদিন পর্ণে পরিণত হল। এর পূর্ণ পরিণতির সিদ্ধকাম সফল কবি হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবিতার বিশাল রচনা-সম্ভারে মুগ্ধ ও ধন্য হলেন আপামর বাঙালি মানস। কবিতা চর্চার গর্ভে ভরাস্রোত দেখা গেল ছোট-বড়ো সকল কবির সমবেত প্রয়াসে।

## কবিতা চর্চার শর্তাবলি

ক) কবিতা রচনা- ভাবের সুস্পষ্ট উপস্থাপন
সুসংহত বাক্য বিন্যাস
নিহিত অর্থারোপ
ব্যক্তি-সমাজে প্রতিফলিত বার্তা ঘোষণা

খ) কবিতা পাঠ-  কণ্ঠের ভূমিকা
উচ্চারণভঙ্গি
প্রকাশভঙ্গি

## কবিতা চর্চায় ছন্দ-ভাবনা

কবিতা লেখা ও কবিতা পাঠ উভয় ক্ষেত্রেই ছন্দের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কবিতা লিখতে ও পাঠ করতে ছন্দ জানা কি অবশ্যক? কবিতার বিষয়কে বুঝে নিয়ে নিজের মতো পরিবেশন করলেই তো হয়। ছন্দের মতো জটিল ব্যাপারকে এড়িয়ে গেলে দোষ কোথায়? রবীন্দ্রনাথ কবিতা চর্চায় ছন্দের উপস্থিতিকে জোর দিয়ে বলেছেন— "কথাকে তার জড় ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যই ছন্দ। সেতারের তার বাঁধা থাকে বটে কিন্তু তার থেকে সুর পায় ছাড়া। ছন্দ হচ্ছে সেই তার-বাঁধা সেতার, কথার অন্তরের সুরকে সে ছাড়া দিতে থাকে। ধনুকের ছিলা, কথাকে সে তীরের মত লক্ষ্যের মর্মের মধ্যে প্রক্ষেপ করে।"

ধ্বনিগত সুষমার মধ্যে ছন্দের সৌন্দর্য নিহিত। এতে হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চারিত হয়। কবিতার সম্যক রূপ ধরা দেবার অন্যতম কৌশল ছন্দের উপস্থিতি।

## কবিতা চর্চা ও আবৃত্তি

বৈদিক ঋষি-কবিগণ মুখেমুখে রচনা করতেন এবং মুখে মুখেই তা ধরে রাখা হত আবৃত্তির সাহায্যে। স্মৃতিই ছিল আবৃত্তির উৎস। উচ্চারণ ছিল আবৃত্তির প্রাণ।

'আবৃত্তি' শব্দটির উৎস এমন— আ-বৃৎ+ক্তিন, অর্থাৎ বিষয়ের অন্তর্নিহিত অর্থের সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটানো।

কোনো ব্যক্তি তার পরিশীলিত কণ্ঠের ওঠা-নামা, সুস্পষ্ট ও অর্থবহ উচ্চারণে, ছন্দের সৌন্দর্যে, কবিতার অর্থানুগত্য স্বীকার করে নিজস্ব আবেগ-অনুভূতি দিয়ে মায়াময় উপস্থাপন করলে তাকে আবৃত্তি বলে। আবৃত্তিকে সার্থক করতে নিম্নোক্ত শর্তাবলি একান্ত প্রয়োজন।–

ক) স্বরোৎপাদন

খ) কণ্ঠ প্রস্তুত

গ) প্রকাশভঙ্গি

----------×----------×----------

## গ্রন্থপঞ্জি

১. www.banglakobitachorcha.com

২. দাস, নির্মল। ২০০৫। চর্যাগীতি পরিক্রমা। কলকাতা, দেজ পাবলিশিং।

৩. আল আমান, আব্দুল আজিজ। ১৯৮৭। পদক্ষেপ। কলকাতা, ইউনিভর্সাল বুক ডিপো।

৪. ভট্টাচার্য, কাশীনাথ। ২০০৪। আবৃত্তির ক্লাস। কলকাতা, সাহিত্যম।